

হজের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী



হজের প্রকারভেদ :

১. হজে তামাতু:- উমরাহ ও হজের জন্যে পৃথক পৃথক ইহরাম বাধার মাধ্যমে এক সাথে উমরাহ ও হজ করা। এটি উভয়।
২. হজে ইফরাদ: শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বেধে হজ করা।
৩. হজে কেরান:- একই ইহরামে হজ ও উমরাহ উভয়ই সমাপ্ত করা।



হজের বিবরণ

ইহরাম

গোসল করবে ও সুগন্ধি লাগাবে এবং ইহরামের নির্দিষ্ট কাপড় পরিধান করবে এবং দুই রাকাত নামায পড়বে।

তালবিয়া

হজে তামাতু আদায়কারী এভাবে বলবে: লাবাইকা আল্লাহমা উমরাতান।
আর কিরান আদায়কারী বলবে: লাবাইকা আল্লাহমা বিল হাজি ওয়াল উমরাহ।
আর হজে ইফরাদ আদায়কারী বলে: লাবাইকা আল্লাহমা হাজান।

তাওয়াফ

কাবা গৃহে প্রবেশ করে প্রথম কাজই হলো তাওয়াফ করা। অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করবে।

সাঁজ

হজে তামাতু আদায়কারী উমরার জন্য সাঁজ করবেন। ইফরাদ ও কারেমের জন্য সাঁজ পরে করা বৈধ। অতঃপর তামাতু আদায়কারী মাথা নেড়ে করবেন অথবা চুল ছেট করবেন। এবং ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবেন। আর ইফরাদ ও কারেম ব্যক্তি মাথা নেড়ে করবেন না অথবা ছেটও করবেন না। আর ইহরাম থেকে হালালও হবেন না। যিলহজ মাসের ৮ তারিখে তামাতু আদায়কারী লাবাইক আল্লাহমা হাজান বলে ইহরাম পরিধান করবেন।

মিনার দিকে

মিনায় আট তারিখের যোহর থেকে নয় তারিখের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং জামাতের সাথে নামায আদায় করবে।

আরাফার দিকে

৯ই যিল- হজ সূর্য উঠার পর আরাফাতের দিকে গমন করবে। বাকী সময়টুকু আল্লাহর যিকির করে পার করবে।

মুয়দালাফার দিকে

অতঃপর সূর্যাস্তমত হওয়ার পর শাত- শিষ্টভাবে মুয়দালিফার দিকে যাবে। সেখানে রাত যাপন করবেন।

মিনার দিকে

সূর্য উদয়ের পূর্বে হাজী সাহেবগণ মিনার দিকে রওয়ানা হবেন, জামারাহ আকাবাকে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য।

কুরবানী

যিলহজ মাসের দশ তারিখে হাজী সাহেবে কুরবানী করবেন, অতঃপর মাথা নেড়ে করবেন অথবা চুল ছেট করবেন। তখন সমস্ত কিছু হালাল হয়ে যাবে।

মকার দিকে

হাজী সাহেবে মকাবে ফিরে আসবেন। এবং হজের তাওয়াফ ও সাঁজ সম্পন্ন করবেন। অতঃপর মিনায় চলে যাবেন, সেখানে ১১ ও ১২ তারিখ অবস্থান করবেন, এবং তিনও শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন। তখন সমস্ত কিছু হালাল হয়ে যাবে।

বিদায়ী তাওয়াফ

মকা থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে অবশ্যই তাওয়াফুল বিদা করে বের হতে হবে।

মদীনায় মসজিদে নববী যিয়ারাত করা হাজীদের জন্য মুস্তাহব।